আজকের কাগজ

৫২

তারিখ 21 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বগুড়ায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি আদায়ের অভিযোগ

আরিফ রেহমান : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ অর্থ গ্রহণ করা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও বগুড়া জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ বর্তমানে অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে অভিভাবকরা শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং সরকারের সবার জন্যে শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার জন্যে সরকার দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ কোনো অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সরকারের এ নির্দেশ অমান্য করে বগুড়া জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ জন প্রতি ৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অর্থ আদায় করার কারণে বিশেষ করে গরীব ছাত্র ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে ক্রমশ অনুৎসাহিত হচ্ছে। অপরদিকে সরকার প্রাথমিক বিদ্যলয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যে কোনো সংগঠন, সংস্থা বা সমিতি মুদ্রিত প্রশ্নপত্র ক্রয় করে পরীক্ষা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সরকারের এই নির্দেশও অমান্য করে বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মুদ্রিত সকল শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ক্রয় করে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তুতি চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব প্রশ্নপত্র প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রতিসেট ১ টাকা ৫০ পয়সা ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিসেট ২ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বগুড়া জেলা শাখার জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রশ্নপত্র বিক্রয়ের বিষয়টির আংশিক সত্যতা স্বীকার করেন।